بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২৪ অক্টোবর ২০১৯

ইসলাম ও পাশ্চাত্য জগতের মধ্যে ‘সভ্যতার সংঘাত’-এর সম্ভাবনা আলোচনা করাটাও অত্যন্ত বিপজ্জনক ও দায়িত্বহীন – আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত প্রধান

- **জার্মানীর রাজধানী বার্লিনে ঐতিহাসিক বক্তৃতা প্রদান করলেন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)**
- **সম্মানিত হুযূর বললেন পাশ্চাত্য কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে অবমূল্যায়ন করছে নাস্তিকতা**
- **খলীফা বললেন পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য ইসলাম কোন হুমকি নয়**
- **মুসলিম নেতা অধুনা ‘অর্থনৈতিক দাসত্ববাদ’-এর নিন্দা জানালেন এবং নিউক্লিয়ার যুদ্ধের ঝুঁকির হুশিয়ারী উচ্চারণ করলেন**

২২ অক্টোবর ২০১৯, আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের বিশ্ব প্রধান, পঞ্চম খলিফাতুল মসীহ, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বার্লিনের প্রাণকেন্দ্রে ‘ইসলাম ও ইউরোপ: সভ্যতার এক সংঘাত?’ শীর্ষক এক যুগান্তকারী ঐতিহাসিক বক্তৃতা প্রদান করেন।

বিভেদের সেই সুপরিচিত প্রতীক বার্লিন প্রাচীর-এর পতনের তিন দশক পরে সম্মানিত হুযূর আজ নেতৃবর্গ ও সরকারসমূহকে আহ্বান জানালেন বিদ্বেষ ও সংঘাতের সেই সকল দেয়াল ভেঙে ফেলার যেগুলো আধুনিক দিনের সমাজকে কলুষিত করে রেখেছে।

বুন্ডেস্টাগ (সংসদ) সদস্য, কূটনীতিক, শিক্ষাবিদ, ধর্মীয় নেতা ও মিডিয়া প্রতিনিধিসহ ৮০ জনের অধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রভাবশালী অতিথিসমৃদ্ধ দর্শকশ্রেণীর সামনে, ব্রান্ডেনবার্গ গেট থেকে মাত্র কয়েকশ' মিটার দূরে অ্যাডলন কেম্পিনস্কি হোটেলে বক্তৃতা করতে গিয়ে, সম্মানিত হুযূর সরাসরি এ আপত্তির জোরালো খণ্ডন করেন যে ইসলাম এবং মুসলিমদের উপস্থিতি পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্য এক হুমকি।

ইসলাম তথা সাধারণভাবে ধর্মের সপক্ষে এক শক্তিশালী উপস্থাপনা পেশ করে সম্মানিত হুযূর বলেন যে, পাশ্চাত্য ঐতিহ্য ও সভ্যতার জন্য প্রকৃত হুমকি হল নাস্তিকতা ও খোদাহীনতা আর এগুলোর কারণে শত শত বছরের ঐতিহ্য ও মূল্যবোধসমূহকে চিন্তার জন্য একটুখানি না থেমেই আকস্মিকভাবে পরিত্যাগ করা হচ্ছে।

সম্মানিত হুযূর ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে 'সভ্যতা' ও 'সংস্কৃতি'-কে সংজ্ঞায়িত করেন এবং পবিত্র কুর'আনের আয়াতসমূহ এবং ইসলামের নবী (সা.)-এর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তসমূহ উপস্থাপন করে এই অভিমতের প্রত্যুত্তর প্রদান করেন যে পশ্চিমা সমাজ ব্যবস্থায় ইসলামের কোন স্থান নেই।

সম্মানিত হুযূর এ আপত্তির খণ্ডন করেন যে ইসলাম একটি 'নারীবিদ্বেষী' ধর্ম এবং এর পাশাপাশি তিনি তাঁর ভাষায় 'অর্থনৈতিক দাসত্ববাদ'-এর নিন্দা করেন, যেখানে ধনী ও শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো তাদের সম্পদ ও সামরিক শক্তি ব্যবহার করে দুর্বল দেশগুলোর উপর আধিপত্য বিস্তার করছে।

শুরুতেই সম্মানিত হুযূর পশ্চিমা দেশগুলোতে বড় সংখ্যায় মুসলমানদের অভিবাসনের কারণে পাশ্চাত্য জগতে সৃষ্ট ক্রমবর্ধিষ্ণু উত্তেজনা এবং সংঘাতসমূহের উল্লেখ করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আজকের পৃথিবীতে, বিশেষতঃ পশ্চিমা ও উন্নত দেশগুলোতে, অভিবাসন এবং সমাজের উপর এর প্রভাব সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উত্তপ্ত বিতর্ক চলমান। এ বিতর্কের অনেকটাই মুসলমানদের কেন্দ্র করে। কতক সরকার এবং সাধারণ জনগণের এক অংশ 'সভ্যতার সংঘাত'-এর আশঙ্কা করেন এবং মনে করেন যে মুসলমানরা তাদের সমাজের জন্য হুমকিস্বরূপ এবং তাদের পক্ষে পাশ্চাত্য জগতে সমন্বিত হওয়া সম্ভব নয়।"

এরপর সম্মানিত হুযূর ইসলামের নীতিসমূহের আলোকে ‘সভ্যতা’ ও ‘সংস্কৃতি’-কে সংজ্ঞায়িত করেন।

’সভ্যতা’-কে ’একটি সমাজের বস্তুবাদী অগ্রগতি ও উন্নয়ন’ হিসেবে বর্ণনা করে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“যে সকল বিষয় একটি সভ্যতার শক্তিকে চিহ্নিত করে তার মধ্যে রয়েছে এর অর্থনৈতিক উন্নতি, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের উচ্চ মান, উন্নত যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সমাজের মেধাগত উৎকর্ষ। উপরন্তু, একটি দেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার প্রয়াস, তা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা সামরিক বাহিনীর যোগ্যতাবলে হোক বা অন্য কোন উপায়ে সেটিও এর সভ্যতার আরেকটি পরিমাপক।”

‘সভ্যতা’ ও ‘সংস্কৃতি’-র মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“সভ্যতা থেকে ভিন্ন এবং পৃথক একটি বিষয় হলো কোন দেশের ‘সংস্কৃতি’। কোন জাতির মনোভাব, সামাজিক বিভিন্ন ইস্যুতে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং তাদের রীতি রেওয়াজ মিলিয়ে সংস্কৃতি আর জড়বাদী উন্নতির উপর ভিত্তি করার বদলে, সংস্কৃতি প্রোথিত আছে কোন জাতির নৈতিকতা ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং ঐতিহ্যের মাঝে।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“অতএব, সভ্যতা হল একটি সমাজের বস্তুবাদী, প্রযুক্তিগত ও মেধাগত উন্নয়ন, আর অপর পক্ষে এর সংস্কৃতি সেই সমাজের ধর্মীয়, নৈতিক ও দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।”

সম্মানিত হুযূর রোমান সাম্রাজ্যের এবং খ্রিষ্টধর্মের প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে সভ্যতা ও সংস্কৃতির পার্থক্য উপস্থাপন করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, নগরায়ন এবং অধীনস্থ এলাকাগুলোর শাসনব্যবস্থার বিবেচনায় রোমানদেরকে অসাধারণ সভ্য ও শিক্ষিত বলে গণ্য করা হতো। কিন্তু তাদের এই উন্নতির সাথে নৈতিকতার উচ্চ মান সম্পর্ক যুক্ত ছিল না।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"বরং, এটি ছিল খ্রিস্টধর্মের প্রাথমিক যুগ যখন সেই জাতির মধ্যে একটি প্রগতিশীল সংস্কৃতির সঞ্চার হয়। খ্রিস্টধর্ম ধর্ম ও নৈতিকতার ভিত্তিতে মানুষকে কিছু পথ প্রদর্শনকারী মূলনীতি প্রদান করে, আর রোমান সভ্যতা দুনিয়াবী আইন ও সীমাসমূহ বেঁধে দেয়। ... এভাবে রোমানদের উন্নতি ও অগ্রগতি তাদের মহান সভ্যতার প্রতিফলন, আর অপরপক্ষে খ্রিস্টধর্ম সেই জাতিকে একটি প্রশংসনীয় সংস্কৃতি দান করে।"

সম্মানিত হুযূর বলেন, যখন রোমানরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে তখন তাদের মহান সভ্যতা একটি মহান সংস্কৃতির সাথে সংযুক্ত হয় এবং সেই যুগ সেই সকল মূল্যবোধের ভিত্তি রচনা করে যা পরবর্তীকালেও পাশ্চাত্য সমাজের মূল বুনট হিসেবে থেকে যায়।

অনেকে যেমনটি মনে করেন তার বিপরীতে, সম্মানিত হুযূর বলেন যে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আক্রমণ করার বা খাটো করার কোন আকাঙ্ক্ষা মুসলমানদের নেই।

বরং মুসলমানগণ পাশ্চাত্য জগতের পার্থিব ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি অনুকরণ করার প্রয়াসী।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"পাশ্চাত্য সভ্যতাকে পরিত্যাগ করার পরিবর্তে, আমরা বিপরীতটি লক্ষ্য করছি। যাতায়াত ও যোগাযোগের মাধ্যমসমূহের কারণে, পৃথিবী একটি বিশ্ব পল্লীতে পরিণত হয়েছে। টেলিভিশন, গণযোগাযোগ মাধ্যম এবং বিশেষতঃ ইন্টারনেটের কারণে পৃথিবীতে কোন কিছুই আজ আর লুক্কায়িত নয় আর তাই সেই সকল মানুষ যারা অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত দেশগুলোতে বাস করেন তারাও দেখতে পান প্রাচুর্যশালী দেশের মানুষ কিভাবে জীবন যাপন করে। তারা এই পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং একই প্রকারের দুনিয়াবী উন্নতি ও উদ্ভাবনের মানে উন্নীত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"সুতরাং, এ দাবি করা যে পাশ্চাত্য বা ইউরোপীয় সভ্যতা মুসলমানদের উপস্থিতিতে হুমকির সম্মুখীন তা ধোপে টেকে না। বরং, পাশ্চাত্য সভ্যতাই বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তকে প্রভাবিত করছে এবং এর মধ্যে মুসলিম বিশ্বও অন্তর্ভুক্ত।"

একথা বলার পরে যে পাশ্চাত্য সভ্যতা কোনরূপ হুমকির মুখোমুখি নয়, সম্মানিত হুযূর বলেন যে পাশ্চাত্য 'সংস্কৃতি' মুসলমানদের দ্বারা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে এটি অনেক বেশি যৌক্তিক ও 'বৈধ' আশঙ্কা। এরপর, সম্মানিত হুযূর পবিত্র কুর'আনের বিভিন্ন আয়াত এবং মহানবী (সা.) বিভিন্ন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন এমন উদ্বেগের নিরসন করে।

ধর্ম তথা ইসলামের পক্ষে এক জোড়ালো উপস্থাপনায় সম্মানিত হুযূর বলেন যে ধর্ম পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভিত্তি, আর তাই নাস্তিকতা ও অবিশ্বাসের ক্রমাগত বৃদ্ধি হল সেই বিষয় যা সমাজকে পরিবর্তন করছে, মুসলমানদের অভিবাসন নয়।

"পাশ্চাত্য দেশগুলোতে যখনই কোন জনমত জরিপ পরিচালিত হয় এতে দেখা যায় যে ধর্ম এবং বিশ্বাসের দিকে মানুষের ঝোঁক ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। এই প্রেক্ষাপটে, আমি বিশ্বাস করি যে নাস্তিকতার দ্রুত প্রসার পাশ্চাত্য সংস্কৃতির জন্য ইসলামের চেয়ে অনেক বড় হুমকি।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"পশ্চিমা মূল্যবোধসমূহ শত শত বছরের পুরনো এবং এর ভিত্তি এর ধর্মীয় রীতিনীতির উপর বিশেষতঃ খ্রিষ্টান ও ইহুদি ঐতিহ্যের উপর। কিন্তু, এ সকল ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং কৃষ্টিগত মানসমূহ আজ তাদের নিকট হতে আক্রমণের মুখে যারা সর্বপ্রকার ধর্ম ও বিশ্বাসের বিরোধী।"

সম্মানিত হুযূর পাশ্চাত্য নেতাদেরকে তাদের ধর্মীয় পরিচয় রক্ষা এবং সংরক্ষণ করার জন্য আহ্বান জানান।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এক মুসলিম ধর্মীয় নেতা হিসেবে, আমি বিশ্বাস করি ধর্মের পতন রোধ করার ক্ষেত্রে আপনাদের শক্তি নিয়োজিত করে নিজেদের ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে রক্ষা করা উচিত আর মানুষকে ধর্ম ও বিশ্বাস এর দিকে ফিরিয়ে আনা উচিত - সেটি খ্রিস্ট, ইহুদী বা অন্য কোনো ধর্মই হোক না কেন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"এমন হওয়া উচিত নয় যে 'অগ্রগতি'-র নামে এমন মূল্যবোধ এবং নৈতিক মানসমূহ যেগুলো শত শত বছর ধরে সমাজের অংশ হয়ে আছে সেগুলো আকস্মিকভাবেই পরিত্যাগ করা হয়।"

সম্মানিত হুযূর পবিত্র কুর'আনের কয়েকটি আয়াত উপস্থাপন করেন যেগুলো মানবাধিকারের অসাধারণ তাৎপর্য ও গুরুত্ব নিশ্চিত করে। তিনি বলেন ইসলাম নারী জাতি, সমাজের দুর্বল শ্রেণীর অধিকার রক্ষা করে এবং শুরু থেকেই দাসত্ব প্রথার কে নির্মূল করতে প্রয়াসী রয়েছে। উপরন্তু বিশ্বাসের স্বাধীনতা ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের একটি মূল ভিত্তি।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন::

"পবিত্র কুর'আনে সূরা বাকারার ২৫৭ নম্বর আয়াতে স্পষ্ট ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে ধর্মের বিষয়ে কোন জোরজবরদস্তি নেই। সুতরাং অমুসলিমদের এ নিয়ে শঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই যে মুসলমানগণ জোরপূর্বক তাদের বিশ্বাস ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে বা পৃথিবীর এই অংশের উপর নিজেদের মতামতকে চাপিয়ে দিবে। তথাকথিত মুসলমানদের অতি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু শ্রেণী যারা চরমপন্থা অবলম্বন করেছে তাদের ঘৃণাপূর্ণ দর্শনের সাথে পবিত্র কুর'আনের শিক্ষার কোনই সামঞ্জস্য নেই।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দিক থেকে, আমরা বিশ্বাস করি যে কোনভাবেই ইসলাম বল প্রয়োগের বা ধর্ম প্রচারে জবরদস্তির অনুমতি দেয় না। তাহলে আর ইসলামকে ভয় করার প্রয়োজন কি? মানুষ কেন মনে করে যে তাদের সভ্যতা বা সংস্কৃতি মুসলমানদের নিকট হতে ঝুঁকির মুখোমুখি?"

সম্মানিত হুযূর সমাজে বর্ধিষ্ণু বৈষম্য সম্পর্কে কথা বলেন এবং মত প্রকাশ করেন যে এই ভারসাম্যহীনতাকে দূর করা এবং সামাজিক সোহার্দ্য নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমরা বিশ্বাস করি যে গরিবদের সাহায্য করার একটি মূল উপায় হলো শিক্ষাদান। যদি সমাজের তরুণ সদস্যদের, যারা ভাঙ্গা সংসার থেকে আসেন, বা যারা দারিদ্র্যক্লিষ্ট, যদি শিক্ষিত করে তোলা হয় এটি তাদেরকে দারিদ্র্যের শিকল ভেঙে বেরিয়ে আসার সুযোগ করে দেবে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"তাদের সামনে সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাবে আর তাই হতাশা থেকে মুক্ত হয়ে এমন তরুণেরা, অপরাধ বা গ্যাং সংস্কৃতির এক জীবনের দিকে আকৃষ্ট হওয়ার পরিবর্তে, সমাজের জন্য কার্যক্ষম সদস্যে পরিণত হবে।"

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মানিত হুযূর বলেন যে সম্পদশালী দেশগুলোর নিজেদের কল্যাণের স্বার্থেই তাদের উচিত দুর্বল দেশগুলোকে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করা।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমরা আরো বিশ্বাস করি যে ধনী দেশগুলোর উচিত বিশ্বের গরিব দেশগুলোকে একটি শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তুলতে সহায়তা প্রদান করা। যদি গরিব দেশগুলো তাদের অর্থনীতি এবং অবকাঠামো গড়ে তুলতে পারে, তাদের জনগণের জন্যই সম্ভাবনার দ্বারসমূহ উন্মোচিত হবে এবং যদি তাদের নিজেদের দেশগুলো স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধশালী হয় তবে তাদের বিদেশে অভিবাসন গ্রহণের প্রবণতা ক্রমাগত কমে যেতে থাকবে, আর স্বাভাবিকভাবেই এর পরিণামস্বরূপ পুরো অঞ্চল এবং বৃহত্তর পরিসরে পুরো পৃথিবী লাভবান হবে।"

এটি এমন একটি বিষয় যার দিকে সম্মানিত হুযূর তাঁর ভাষণের পরবর্তী অংশে আবার ফিরে আসেন যখন তিনি বলেন যে, আধুনিক পৃথিবীতে বাহ্যিক দাসত্বপ্রথার বিভীষিকা নেই কিন্তু, এর স্থান নিয়েছে অর্থনৈতিক দাসত্ব প্রথা।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আজকের পৃথিবীতে বাহ্যিক দাসত্বপ্রথা আর পাওয়া যায় না, কিন্তু এর স্থান করে নিয়েছে অর্থনৈতিক দাসত্ব ও পরাধীনতা, যেখানে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর সাথে পৃথিবীর দুর্বলতর রাষ্ট্রগুলোর সম্পর্ক মনিব ও ক্রীতদাসের সম্পর্কের মত হয়ে গেছে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"উদাহরণস্বরূপ, 'এইড প্যাকেজ' বা অর্থনৈতিক সহায়তা হিসেবে যে সকল 'ঋণ' ধনী দেশগুলো দুর্বল দেশগুলোকে দিয়ে থাকে তাদের তখন এর সাথে সংযুক্ত শর্তসমূহ মেনে নেয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। বিনা ব্যতিক্রমে আগ্রাসী সুদের হারের ফল এই দাঁড়ায় যে স্বল্পকালীন ঋণ পরিণামে দীর্ঘকালীন দুর্দশা ও বোঝায় পরিণত হয়। শেষ পরিণাম এই হয় যে ঋণগ্রস্ত দেশ অনন্যোপায় হয়ে প্রাধান্য বিস্তারকারী দেশের নিকট মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়। এমন দাসত্ব একেবারেই অনৈতিক।"

নারী অধিকার সম্পর্কে, সম্মানিত হুযূর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে পশ্চিমা জগতের বিভিন্ন গবেষণা সরকারি প্রতিবেদন এ দিকে ইশারা করে যে পারিবারিক অত্যাচার এবং নারী নির্যাতন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অমুসলিমদের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে। এর বিপরীতে, ইসলাম মুসলিম পুরুষদেরকে শিক্ষা দেয় নারীকে সম্মান ও মর্যাদা দিতে এবং ছেলে মেয়ে উভয়কে পড়াশোনার সমান সুযোগ দিতে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“পাশ্চাত্য জগতের আরেকটি অত্যন্ত প্রচলিত আপত্তি এইযে মুসলমানগণ নারীদের অথবা তাদের অধিকারের সম্মান করে না। প্রথমতঃ, এটি লক্ষ্য করা উচিত যে ইসলাম ছিল প্রথম ধর্ম যা নারীদের সম্পদের উত্তরাধিকার, বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার এবং আরো অন্যান্য অধিকার দান করেছে। উপরন্তু, ইসলাম মেয়েদেরকে শিক্ষিত করে তোলার অসাধারণ গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছে যা তাদের ব্যক্তিগত অগ্রগতি ও উন্নতির সুযোগ করে দেয়।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

“উপরন্ত, একটি বিখ্যাত উদ্ধৃতিতে ইসলামের মহানবী (সা.) বলেছেন যে ‘মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত’। এই কথাগুলো সমাজে মহিলাদের অসাধারণ ভূমিকা চিত্রিত করে এবং সমাজে তাদের অনন্য এবং বিশেষ মর্যাদা স্পষ্ট করে। ... তাই এটি নিতান্তই অন্যায় যখন ইসলামকে একটি নারী বিদ্বেষী ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।”

একথা ব্যাখ্যা করার পর যে জিহাদের বিষয়টি আধুনিক মিডিয়া এবং ইসলামের বিরুদ্ধাচরণকারীদের অধিকাংশই ভুল বুঝেছেন, সম্মানিত হুযূর মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রদর্শিত অতুলনীয় ক্ষমা ও সহনশীলতার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন।

এরপর সম্মানিত হুযূর তার ভাষণ সমাপ্ত করতে গিয়ে বিশ্বের দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান - তাদের নেতৃবৃন্দ এবং তাদের জনগণের প্রতি - যেন তারা বিভাগসমূহ ভুলে যায় এবং একতার বন্ধন রচনা করে।

সেই শহরের প্রাণকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে যেখানে বহু দশক ধরে এক বিশাল প্রাচীর একটি জাতিকে বিভক্ত করে রেখেছিল এবং যেটি আজ বিশ্বে আরো বড় বিভক্তির প্রতীক রূপে দাঁড়িয়ে আছে, সম্মানিত হুযূর একতা ও ন্যায় এর পথ ধরে শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"মানুষকে অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে যে উচ্চারিত শব্দের দীর্ঘমেয়াদী পরিণতি থাকতে পারে আর তাই 'সভ্যতার সংঘাত' এর বিষয়ে কথা না বলে বা অযথা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি না করে, মানুষের উচিত একে অপরের ধর্মীয় শিক্ষার উপর আক্রমণ করা থেকে বিরত হওয়া।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"ধর্মীয় অভিব্যক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রয়াসের পরিবর্তে, আমাদের অনুধাবন করা উচিত আমরা সবাই এক মানবজাতির অংশ যারা পূর্বের যে কোন যুগের তুলনায় আজ অনেক বেশি সম্পর্কযুক্ত। আমাদের উচিত আমাদের বৈচিত্র্যকে বরণ করে নেয়া এবং একতা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মনোযোগী হওয়া যেন পৃথিবীতে দীর্ঘমেয়াদী শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে।"

সম্মানিত হুযূর তাঁর গভীর শঙ্কার কথা প্রকাশ করেন যে শান্তির উদ্দেশ্যে একতাবদ্ধ হতে এবং একে অপরকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হলে এটি একটি অচিন্তনীয় বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে যার পরিণতি কয়েক প্রজন্ম ধরে জারি থাকবে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"অতীতের অন্ধকার দিনগুলোকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে পরস্পরবিরোধী ব্লক ও জোটসমূহ গঠিত হচ্ছে আর মনে হচ্ছে যেন এ পৃথিবীবাসী নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনার জন্য অতিমাত্রায় উদগ্রীব। আজ বেশ কতকগুলো দেশ রয়েছে যারা নিউক্লিয়ার বোমা বা অন্যান্য বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের অধিকারী যেগুলো দ্বারা এটি সম্ভব যে আমরা যে সভ্যতা চিনি সেটিকে ধ্বংস করে দেয়া হয়।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"যদি কোনদিন নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্র ব্যবহৃত হয় তবে এর পরিণাম কেবল আমরাই বহন করবো না বরং আমাদের সন্তানগণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মসমূহ আমাদের পাপের ফল ভোগ করবে। প্রজন্মান্তরের শিশুরা মেধাগত ও শারীরিক প্রতিবন্ধিতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করবে, এবং তাদের নিজেদের সামান্যতম দোষ না থাকা সত্ত্বেও তারা তাদের প্রত্যাশা ও স্বপ্নকে বিনষ্ট হতে দেখবে। এই কি সেই বিদায়ী উপহার যা আমরা আমাদের উত্তরসূরীদের জন্য রেখে যেতে চাই? নিশ্চয়ই না!"

শেষ করতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আসুন আমরা সকলে, আমাদের বিভেদসমূহের ঊর্ধ্বে উঠে, একতাবদ্ধ হই এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহিষ্ণুতা ও সহানুভূতির প্রেরণা নিয়ে বিশ্বে শান্তি ও ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করি।"

মূল ভাষণের পূর্বে, কয়েকজন বিশিষ্ট বক্তা মঞ্চে আসেন এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের এবং ইসলামের শান্তির বাণী বিশ্বব্যাপী প্রচারে এর প্রয়াসের, এবং মানবতার সেবায় এর সংকল্পের প্রশংসা করেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত জার্মানির ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহ ওয়াগিসহাউসার অতিথিদের স্বাগত জানান এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ও জার্মানিতে এর ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপন করেন।

সংসদ সদস্য ফ্রাঙ্ক হাইনরিখ (সিডিইউ পার্টি) বলেন:

“সকলেরই সকল স্থানে নিজেদের ধর্ম অনুশীলনের সুযোগ থাকা উচিত। আর এ কারণেই বুন্ডেস্টাগ (জার্মান সংসদ)-এ আমরা আপনাদের জামা’তের পাশে আছি।”

সংসদ সদস্য ওমিদ নূরিপুর (গ্রীন পার্টি) বলেন:

“আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত একটি অসাধারণ সম্প্রদায় যারা নিজ নিজ এলাকায় অনেক ভালো ভালো কাজ করে থাকে। আমাদের এখানে একত্রিত হওয়ার আরেকটি উদ্দেশ্য আপনাদের অসাধারণ কাজের জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানানো।”

ফেডারেল ফরেন অফিসের প্রতিমন্ত্রী ও সংসদ সদস্য নীল্‌স এনেন (এসপিডি পার্টি) বলেন:

“১৯৪৯ সালে জার্মান সংবিধান জারি করা হয়েছিল এবং এটি সেই সংবিধান যা আমাদেরকে আমাদের গণতন্ত্র এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার আইনগত ভিত্তি প্রদান করে। ... একই বছরে একটি জার্মান রেডিও স্টেশন শেখ নাসের আহমদ এর একটি বক্তৃতা সম্প্রচার করে যিনি সেসময় আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের একজন ইমাম হিসেবে সুইজারল্যান্ডে অবস্থান করছিলেন। আমি কেন এ কথা উল্লেখ করছি? এজন্য যে এটি ছিল জার্মান রেডিওতে ইসলাম সম্পর্কে সম্প্রচারিত প্রথম অনুষ্ঠান এবং এটি জার্মানির সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের দীর্ঘ সম্পর্ককে ফুটিয়ে তোলে।”

সম্মানিত হুযূর এর নেতৃত্বে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

অনুষ্ঠানের পরে সম্মানিত হুযূর অতিথিদের অনেকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ প্রদান করেন, আর অনুষ্ঠানের পূর্বেই তিন জন অতিথি বক্তা সম্মানিত হুযূরের সঙ্গে একটি সৌজন্য সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন।

সাক্ষাতের সময় তাঁরা শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের বিষয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অবিরাম প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানের সমাপনান্তে সম্মানিত হুযূর ব্রান্ডেনবার্গ গেইট-এর দিকে অগ্রসর হন যেখানে তিনি তার সফর সঙ্গী যারা তার সাথে ইংল্যান্ড থেকে এসেছিলেন, এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত জার্মানির কতিপয় সদস্যের সঙ্গে একটি স্মরণীয় স্থির চিত্রের জন্য দাঁড়িয়ে সুযোগ প্রদান করেন।